দৈনিক ইনকিলাব

071

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১

শিক্ষাঙ্গন

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ প্রসঙ্গে

আমরা সবাই জানি, স্বাধীনতার পর অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই তদানীন্তন সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ অবমূল্যকারী সিদ্ধান্তের কুসল সেদিন সারা জাতি তিলে তিলে অনুভব করেছিল। তবুও আ... সতর্ক হইনি। অধুনা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণে সেই একই তেলেসমাতি চলছে। কোন বছরই এসব পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ যথাসময়ে হয় না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়ের অভাবও রয়েছে।

আমরা আগাগোড়া বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সিদ্ধান্তের বিরোধী। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এতে দেশের শিক্ষাঙ্গনের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক বিতরণ পরিকল্পনার মধ্যে এমন সব ফাঁক ও ফাঁকি বিদ্যমান, যার ফলে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জটিলতার সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ ধরনের ফাঁক ও ফাঁকির কারণে সরকারের শত সদিচ্ছা, শুভেচ্ছা ও সেই জটিলতার আবর্তে তলিয়ে যায়। বিগত একযুগেরও অধিককালের এতদসংক্রান্ত ঘটনাবলী তার বড় প্রমাণ। সর্বোপরি বিনামূল্যের পুস্তক বিতরণের এই নীতি প্রথমতঃ মানুষকে ভিক্ষা মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের সরকারী দাতাগিরি সুবাদে এক শ্রেণীর লোক সাধারণ দরিদ্র অভিভাবকের উপরে ছড়ি ঘুরানোর সুযোগ পায়। তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতির সাথে যারা জড়িত, তাদের অনেকেই একে জনকল্যাণের চাইতে নিজেদের বিত্ত গড়ার মোক্ষম সুযোগ হিসাবে গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। চতুর্থতঃ এই অবস্থার পরিণতিতে পাঠ্যপুস্তকের কালোবাজারী শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনকে করে কলুষিত। ধনী ব্যক্তিরা কালোবাজার হতে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ঠিকই সংগহ করেন। কিন্তু গরীবের সন্তানরা সরকারী দয়া-ভিক্ষার জন্য তাকিয়ে থাকতে থাকতে এদিকে বছরও পেরিয়ে যায়।

অন্যদিকে অবস্থার সুবাদে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করতে হচ্ছে। কথায় বলে যার কাজ তারেই সাজে। বোর্ড কিংবা বোর্ডের কর্মচারীরা ব্যবসায়ী নয়। এতদসত্ত্বেও তাদেরই কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত নানান ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্ণচোরা জাতীয়করণের এই অভিশাপ হতে দেশ ও জাতি যত শিগগির মুক্তি পাবে ততই মঙ্গল।

—মোজহারুল হক (বাবুল)